মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ৬৫৮ জনের

ঢাবি প্রতিবেদক
২০ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

আসন্ন ডাকসু নির্বাচন ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নির্বাচনী আমেজ তৈরি হয়েছে। মধুর ক্যান্টিন, টিএসসি ও হলগুলোর চিত্রপট বদলেছে। একদিকে মনোনয়ন সংগ্রহ ও জমা চলছে, অন্যদিকে এর সঙ্গে বাড়ছে অভিযোগ ও পাল্টা ব্যাখ্যা। বেশির ভাগ অভিযোগ ওঠে বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনের দিকে। এসবের মধ্যেও গতকাল মঙ্গলবার অষ্টম দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৯৩ জন। জমা দিয়েছেন ১০৬ জন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মোট মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৫৮ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক ব্রিফিংয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এ তথ্য জানান।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম সাত দিনে মোট ৫৬৫ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন। হল সংসদের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন ১ হাজার ২২৬ জন। এর আগে সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর মনোনয়ন

সংগ্রহ ও জমার সময় একদিন বাড়িয়ে দেয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মনোনয়ন নেওয়ার শেষ সময় ১৯ আগস্ট বিকেল ৫টা। জমা দেওয়ার শেষ সময় ২০ আগস্ট বিকাল ৫টা।

সময় বাড়ানোর ব্যাপারে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, অনেক শিক্ষার্থী দূর থেকে এলেও সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় মনোনয়ন নিতে পারেননি। তাই শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে সময় একদিন বাড়ানো হয়েছে। তবে মূল তফসিলের ডেডলাইনগুলোতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

এদিকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুম রানা জয় এবং সালাউদ্দিন আম্মার নিলয় গতকাল এক যৌথ বিবৃতি দেন। সেখানে যুদ্ধাপরাধী, গণহত্যার দোসর, সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ও নিপীড়কদের এই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দেওয়ার প্রতিবাদ জানান তারা।

প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর জোট গতকাল মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করেছে। সেখানে এই জোটের গণতান্ত্রিক ও প্রতিরোধী শিক্ষার্থীদের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমিকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। তাকে 'স্বৈরাচারের দোসর'ও বলেন অনেকে। প্যানেলটির জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু এ বিষয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে বলেন, এটা নিয়ে মিডিয়া ন্যারেটিভ উৎপাদন করা হচ্ছে। এ নিয়ে তারা বাড়তি আলোচনায় যেতে চান না। তবে সংবাদ সম্মেলন শেষ করার পর ইমিকে প্রশ্ন করতে চাইলে তাদের আপত্তি নেই বলেও জানান মেঘমল্লার।

এ ছাড়া ছাত্রদলের ফরম সংগ্রহে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ক্যাম্পাসে দিনভর আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে শিবির ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের প্রার্থিতা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। তবে শিবিরের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য আসেনি। এর বাইরে মধুর ক্যান্টিন, টিএসসি ও হলে নির্বাচনী আলাপ, কুশল বিনিময় ও প্রচারণাও বাড়তে দেখা গেছে।